ইত্তেফাক

02 MAR 1986
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৯২

0000 3

বই মেলা

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বাঙলা একাডেমিতে বই মেলা বসা একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতার আগে এইরকমটি ছিল না। স্বাধীনতার পর ফেব্রুয়ারী মাসে বই মেলা ছাড়া ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান প্রায় ভাবাই যায় না। গত ১৫ বছর যাবৎ বাঙলা একাডেমিতে বই মেলা শুধু যে নিয়মিত ঘটনা হইয়া দেখা দিয়াছে তাহাই নয়, বই মেলাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিবছর প্রকাশনা শিল্পের সম্প্রসারণও ঘটিয়া চলিয়াছে অব্যাহতভাবে। দৈনিক ইত্তেফাকের গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাঙলা একাডেমির বই মেলায় এই বছর কোটি টাকার বই বিক্রয় হইয়াছে। সংবাদটি সঙ্গত কারণেই উল্লেখ এবং আলোচনা-পর্যালোচনার দাবী রাখে।

যে দেশের লোকসংখ্যা ১০ কোটি, সেই দেশে ভাষা ও সাহিত্যের মাস বলিয়া বিবেচিত ফেব্রুয়ারী মাসে কোটি টাকার বই বিক্রয় হওয়াকে প্রকাশনার ব্যাপকতা বা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি,—কোন বিবেচনায়ই সন্তোষজনক বলা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ বলিয়া কথা। লোকসংখ্যা দশ কোটি হইলে কি হয়, শিক্ষিতের হার এখানে নাম দস্তখতকারীদের সহ মোটে শতকরা ২২ ভাগ, তাহাও আবার বেশীরভাগ শিক্ষিত লোক নিজেদের জীবদ্দশায় একটি-দুইটির বেশী বই সংগ্রহকে কাজের কাজ বলিয়া মনে করে না। বই পড়া ও বই কেনার ক্রম বিস্তৃতি যে জাতীয় জাগরণ এবং জাতীয় অগ্রযাত্রারই পরিচয়বাহী—এই কথা অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি মনেও স্থান দেন না। নানা কারণে অবস্থা যেখানে এইরূপ সেখানে ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙলা একাডেমির বই মেলায় কোটি টাকার বই বিক্রয় হওয়া নিঃসন্দেহে এক বড় ঘটনা। এই ঘটনা দুইটি বিষয় প্রায় সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন করে। এক, বই কেনার অভ্যাস এবং বইয়ের প্রকাশনা ধীরে ধীরে হইলেও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুই, মার্কেটিং ব্যবস্থা উন্নত ও ব্যাপকতর করিতে পারিলে বইয়ের ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হইয়া উঠিতে পারে।

এই বছর বাঙলা একাডেমির বই মেলা শুরু হয় ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে, চলে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। বাঙলা একাডেমি, মুক্ত ধারা, আহমদ পাবলিশার্স, সেবা প্রকাশনীসহ দেশের কয়েকটি সেরা প্রকাশনা সংস্থা ঐ মেলায় অংশগ্রহণ করিলেও সব মিলাইয়া মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা সংস্থার সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইহার পরও মাত্র ২১ দিনে মেলায় কোটি টাকার বই বিক্রয় হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে একুশের অনুষ্ঠান হিসাবে যদি বই মেলা অন্তর্ভুক্ত হয় তবে বই পড়া, স্বশিক্ষিত হওয়া ইত্যাকার ক্ষেত্রে সমাজে যে একটি আন্দোলনের সূচনা হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঠিকমতো সংগঠন করিতে পারিলে বই মেলাও অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়া দেখা দিতে পারে। বই খাতে দেশে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ভলুম বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ অর্থনীতির একটি সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অবহেলিত ক্ষেত্রের সমৃদ্ধি। আমরা দেশের প্রকাশক, পুস্তক-পরিবেশক, ব্যাঙ্ক এবং অর্থপ্রতিষ্ঠানসমূহকে এই ব্যাপারে সজাগ-সচেতন ও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানাই। বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয় বৃদ্ধির অর্থ দেশে স্বশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি। অধিকার ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টিও হইতে পারে দেশে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির মাধ্যমেই। ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙলা একাডেমির বই মেলায় কোটি টাকার বই বিক্রয় একটা সম্ভাবনার সংবাদই তুলিয়া ধরে। সংবাদটি এই যে, অশিক্ষার অচলায়তন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কর্ম-তৎপরতার আওতায় এই দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র অবশ্যই দ্রুত সম্প্রসারিত হইতে পারে।